বিবেক-জীবন, অক্টোবর ২০০৬

সম্পাদকীয়

যে কাজ দরকার

এটা প্রচারের যুগ । সংবাদ-মাধ্যমগুলো ইচ্ছে মত কাউকে তুলতে পারে, ফেলতে পারে । মানুষের কল্যাণের জন্য যথার্থ যে কাজ, তা সেই প্রচারের অপেক্ষায় থাকতে পারে না । সংবাদ-মাধ্যমগুলোকে পেছন থেকে যাঁরা চালান, তাঁদের যে-কোনো ব্যক্তি বা কাজের গুণগত মানের নির্ভরযোগ্য বিচারক বলে ধরে নেওয়াটা কি ঠিক ? তাঁদের উদ্দেশ্য যে শুধু বাজার ধরা, ব্যবসা বাড়ান, ক্রেতার সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ বৃদ্ধি ! স্বামী বিবেকানন্দ কাগুজে হুজুগ পছন্দ করতেন না । ভারতের বা অন্য যে কোন দেশের দিকে তাকালে সর্বত্র কি চিত্র চোখে পড়ে ? বাইরে মস্ত হৈ চৈ আর ভেতরে শূন্যতা । লক্ষ্যহীন গতি, অবাধে অজস্র শক্তির অপচয়, উদ্দেশ্যলাভে বিফলতা আর হতাশার অন্ধকারে দীর্ঘশ্বাস । কেন এমন হচ্ছে ? আমরা চিন্তা করতে অভ্যস্ত নই, চিন্তা করার কোনো সময় এখন আমাদের নেই, তাই আমরা এর কারণ বুঝে উঠতে পারি না । যা জানার দরকার আমরা জানি না, যা বোঝার দরকার বুঝি না, যা অবশ্যকর্তব্য, তা করি না । এই তিন 'না' আমাদের নীচে নামিয়ে রেখেছে, আর আমরা নিশ্চিন্তে প্রচারের ভেলায় চেপে যুগের স্রোতে গা ভাসিয়েছি । ঠিক ঠিক ভালর দিকে পরিবর্তন আনতে হলে ঐ তিন 'না'কে 'হ্যাঁ'তে পরিণত করতে হবে ।

মানুষের জীবনের মূল্য, মানুষ চেষ্টা করলে কি অপূর্ব জীবনের অধিকারী হতে পারে, মানবসমাজের এমন দুর্দশা কি করে হল, এ অবস্থা পাল্টাতে গেলে কি করণীয় - এগুলো জানতে হবে । শুধু জানা নয়, বুদ্ধি দিয়ে ঠিক ধারণা গড়ে তুলতে হবে, হৃদয় দিয়ে সেগুলো অনুভব করতে হবে । কি করণীয় তা এইভাবে জেনে বুঝে নিয়ে কাজে লাগাতে হবে । এর কোনটা বাদ গেলে ইপ্সিত ফল পাওয়া যাবে না ।

কি করে জানা যাবে ? উপায় হাতের কাছেই আছে, চাইলেই তা পেতে পারি । অনেকেরই জানা আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, ''ভারতকে যদি জানতে চান, বিবেকানন্দ পড়ুন । তাঁর সমস্তটাই ইতিবাচক, নেতিবাচক কিছু নেই ।'' আমরা কিন্তু পড়ি না । ব্যবসায়িক বুদ্ধি থেকে আজকাল স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে বেশ কিছু লেখা পত্র পত্রিকায় বের হয় । সেগুলো প্রায়শঃ খুব ভাল করে বোঝা থেকে, অনুভূতি থেকে লেখা নয় । আর স্বামীজীর বাণীর সঙ্কলন এখন অনেক বেরিয়েছে । এরকম কিছু ওপর ওপর পড়ে নিলেই হল না, এভাবে যথার্থ অধ্যয়ন হয় না । অনেকে আবার বই লেখা বা গবেষণার প্রয়োজনে বিশেষ কিছু না বুঝেই অনেক পড়ে ফেলেন । তাতে নাম-যশ হতে পারে, টাকা হতে পারে, এমন কি সাম্মানিক পুরষ্কারও একটা জুটে যেতে পারে । কিন্তু স্বামীজীর হৃদয়ের কথাটা হৃদয় দিয়ে বুঝে তাকে কাজে পরিণত করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে পড়া, সেটা একেবারে আলাদা জিনিস । জগতের সকল মানুষের সকল বেদনা তাঁর বিশাল হৃদয়ে যে যন্ত্রণাময় আলোড়ন তুলেছিল, তার প্রতিধ্বনি নিজের হৃদয়ে জাগাতে পারলে তবে তাঁকে একটু বোঝা হবে, তবে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে কাজে নামার প্রেরণা জাগবে অন্তরে ।

মানুষ আর তার সমাজ, সমাজের যত সমস্যা আর তার সমাধান সম্পর্কে যা কিছু জানা বিশেষ দরকার, তার সবটা স্বামী বিবেকানন্দের কাছেই পাওয়া যাবে, আর কোথাও যেতে হবে না । আমরা তাঁর কাছে এভাবে শিক্ষা গ্রহণ করি নি বলে আসল যে কাজটা সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে করার দরকার সেটা করি নি। তাই আজ দেশের এই হাল হয়েছে । স্বামীজী ১৮৯৪ সালে যে কথা বলেছিলেন তা আজও সমান ভাবে প্রযোজ্য : ''ভারতের অধিকাংশ মানুষ আমাকে বুঝতে পারে নি । আর কেমন করেই বা পারবে ? নিয়মমাফিক জীবন আর দৈনন্দিন খাওয়া-পরা-কাজকর্মের সীমার বাইরে তো তারা প্রায় কখনই কিছু ভেবে দেখে নি । তাদের নিজস্ব কোনো চিন্তাধারাও নেই, আবার অন্য কেউ কোনো নতুন চিন্তা দিলেও তারা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। ঘৃণ্য ঈর্ষা, সন্দেহপরায়ণতা আর হাজার বছরের দাসত্ব তাদের যে-কোনো নতুন ভাবধারার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ করে তুলেছে ।''

তাঁর সমস্ত ভরসা ছিল উদীয়মান যুবসম্প্রদায়ের ওপর, নতুন প্রজন্মের ওপর । বলছেন, ''এই যুবদলকে সঙ্ঘবদ্ধ করতেই আমার জন্ম ।... আমি চাই এদের দুর্দমনীয় তরঙ্গাকারে ভারতভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত করে হীনতম ও দীনতম মানুষের দ্বারে দ্বারে স্বাচ্ছন্দ্য, নীতি, ধর্ম, শিক্ষা পৌঁছে দিতে ।'' আমরা অনেকে একথা শুনেছি, অনেকে একক প্রচেষ্টায় বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাঁর কথা মত 'হীনতম ও দীনতম মানুষের' কাছে গিয়েছি । কিন্তু এমন মানুষের সন্ধান করতে গিয়ে কি আমাদের নিজেদের দিকেই আগে নজর পড়ার কথা নয় ? আমরা নিজেরাও কি দীন হীন নিষ্পেষিতের দলে নই ? আমরা নিজেরাই কি অর্থসম্পদে না হলেও চরিত্রসম্পদে দীন, হৃদয়হীন আর নানান স্বার্থবন্ধনে নিষ্পেষিত নই ? আমরা নিজেরাই যে নিজেদের মনের হাজারো চাহিদায় দিশেহারা, ধনী ও শক্তিমানের নিপীড়নে জর্জরিত, ব্যালট বাক্সের চাপে পিষ্ট হয়ে আছি ! আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নেই, নীতি ধর্ম নেই, যথার্থ শিক্ষা নেই । আমাদের দ্বারে দ্বারে এসব কে পৌঁছে দেবে ? যাদের দেবার কথা তারা তো ক্ষমতার মদিরা পান করে উন্মত্ত হয়ে আছে । সুতরাং আমাদেরই একাজ করতে হবে, সবার আগে এই কাজটি করতে হবে । যতক্ষণ না আমরা নিজেদের চারিত্রিক দীনতা, হৃদয়হীনতা আর নিপীড়িত অবস্থা দূর করতে পারছি, 'হীনতম ও দীনতম মানুষের' কাছে সহায়তা পৌঁছে দিতে আমরা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হব। স্বামীজীকে বুঝে থাকলে এ ভুল আমরা কিছুতেই করব না । মনে রাখা ভাল : স্বল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী ।

বেলুড় মঠে থাকাকালীন স্বামীজী একবার শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছিলেন, ''আমার কথাগুলি ঠিক-ঠিক বুঝে সেইভাবে কাজে লেগে যা ।... তুই যদি ঠিক ঠিক বুঝাতে পারিস এবং যা বলবি তা হাতেনাতে করে দেখাতে পারিস তো দেশের লোক অবশ্য নেবে । আর তোতাপাখির মতন যদি কেবল শ্লোকই আওড়াস, বাক্যবাগীশ হয়ে কাপুরুষের মতো কেবল অপরের দোহাই দিস ও কাজে কিছুই না দেখাস, তা হলে তোর কথা কে শুনবে বল ।... উপদেশ তো তোকে ঢের দিলুম ; একটি উপদেশও অন্ততঃ কাজে পরিণত কর । জগৎ দেখুক যে, তোর শাস্ত্র পড়া ও আমার কথা শোনা সার্থক হয়েছে ।''